মাতৃত্বকালীন ভাতাঃ ডর্‌প এর অনন্য সাফল্য

২০০৫ সালের বিশ্ব মা' দিবস উপলক্ষে থেকে গর্ভবতী গরীব মাদের জন্য 'মাতৃত্বকালীন ভাতা' প্রদান কার্যক্রম শুরু করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ডেভেলপমেন্ট অরগানাইজেসন অফ দি রুরাল পুয়র- ডর্‌প। পাইলট আকারে ডর্‌প গত দুই বছরে দেশের ৬টি বিভাগের ৭টি কর্ম এলাকার ৬ টি ফোকাস অর্গানাইজেশন উদ্যোগ, শ্রীমঙ্গল ফাউন্ডেশন, উসাপ, স্বাবলম্বী, কমিউনিটি সার্ভিস সেন্টার, ঘরনী এবং ডর্‌প-ইন্টিগ্রেটেড হেলথ কেয়ার রিচিং দি পূয়র প্রকল্পের অন্তর্গত ৪০জন গর্ভবতী মা'কে ইতোমধ্যে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করেছে। সন্তান ধারনের এক মাস পর থেকে ২৪ মাস পর্যন্ত এক জন মা মাসিক ২০০ শত টাকা করে ভাতার টাকা পেয়ে থাকেন। ডর্‌প সম্পূর্ণ নিজেস্ব উদ্যোগে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করে আসছে।

ডর্‌প মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের সফলতা দেখে প্রতিবন্ধী, মুক্তিযোদ্ধা ও বয়স্ক ভাতার মত সরকারকে মাতৃত্বকালীন ভাতা চালু করার জন্য জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। বিশেষ করে বাজেটে মাতৃত্বতালীন ভাতা অন্তর্ভূক্তির জন্য বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এর কাছে ডর্‌প এর পক্ষ থেকে লিখিত ও মৌখিক ভাবে আবেদন করা হয়। এর ফলে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্ধে গর্ভবতী দরিদ্র মা'দেরকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়ার সিদ্বান্ত গ্রহন করে। যা এনজিও সেক্টরে অনন্য সাফল্য হিসেবে দৃষ্টান্ত হয়ে াকবে। ডর্‌প এর মাত্র দুই বছরের কার্যক্রম ও আন্দেলনে চতি বছর থেকে সরকার নিজেই বাস্তবায়ন শুরু করলো। মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়ার ফলে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু হ্রাস, দরিদ্র নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি, প্রজনন স্বীকৃতি, পুষ্টি সমৃদ্ধ শিশুর জন্ম, জনসংখ্যা ও বাল্য বিবাহ রোধ হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংশিষ্ট এনজিও কর্মকর্তাদের মত করে সরকারী কর্মকর্তারাও। সরকার নতুন অর্থ বছরের বাজেটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে মাতৃত্বকালীন ভাতার জন্য ১৭ কোটি টাকা বরাদ্ধ করেছে। আগামী এক বছরে দেশের ৩ হাজার ইউনিয়নে ৪৫ হাজার মা'কে এ মাতৃত্বকালীর ভাতা প্রদান করা হবে। একজন মা'কে মাসে তিনশত টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এই ভাতার টাকা দেয়া হবে। সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় মাতৃত্বকালীর ভাতা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে মাতৃত্বকালীর ভাতা প্রকল্প পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম রোকেয়া সুলতানার সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিজ্ঞ সংগঠন হিসেবে ডর্‌প উক্ত কমিটির সদস্য পদ লাভ করেছে।

ডর্‌প'সহ সকল স্তরের দেশী বিশেীদের অভিনন্দনঃ
গরীব মা'দের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ডর্‌প'র পক্ষ থেকে সেক্রেটারী জেনারেল এএইচএম নোমান বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অনিন্দন জানিয়েছেন। এ ছাড়া পিআরএসপি স্বাস্থ্য মনিটরিং উপদেষ্টা জাতীয় কমিটির চেয়ারপার্সন এএসএম শাহজাহান, কো-চেয়ারপার্সন এম হাফিজ উদ্দিন খান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে দেশের বিভিন্ন নারী ও সংগঠন প্রধানরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেনঃ নোভা কনসালটেন্সি বাংলা'র ইয়াসমিন আহমেদ, খাঁন ফাউন্ডেশন'র এডভোকেট রোখসানা খন্দকার, ডেমোক্রেসিওয়াচ'র তালেয়া রেহমান, ফেমা'র মুনিরা খান, ব্রতী'র শারমীন মুরশিদ, ডর্‌প'র ডাঃ সিলভানা জাহাঙ্গীর, সুশীল সমাজ ফেডারেশন'র সাহিদা শিকদার, দি এশিয়া ফাউন্ডেশন'র শীলা তাসলীম হক, বিএনপিএস'র রোকেয়া কবীর, ন্যাশনাল ইয়থ ফোরাম অব বাংলাদেশ'র তানজিনা নওশিন, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'র ওয়াহিদা বানু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'র অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, বামাসপ'র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নীলুফার কাদেরী, পিএইচএম'র কো-চেয়ারপার্সন নাসরিন সুলতানা, এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ'র শাহীন অক্তার ডলি, ঘরনী'র রওশনারা রেখা, পিকেএসএফ'র পারভীন মাহমুদ, চিকিৎসক ডাঃ উম্মে

সালমা আব্দুল্লাহ, এফএনবি'র জেসমীন প্রেমা, ঘাসফুল'র শামছুন্নাহার পরান, মাস-ভোলা'র খালেদা আক্তার জাহান। এসটিআই/এইডস নেটওয়ার্ক অব বাংলাদেশ'র চেয়ারপারসন ওয়াহিদা বানু,
অন্যদিকে পিআরডিএস ও জার যৌথ ভাবে রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে আলোচনা সভায় ডর্‌প তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
নেদারল্যান্ড ভিত্তিক জাতীয় পর্যায়ের এনজিও উইমস'র প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মেরিল মেথুস, মারিসকা, সিএসসিকিউবিই'র মিস ক্লারা, নাইজেরিয়ার সিডিডি'র মেরী ইকুবিল্লা ওকপু মাতৃত্বকালীন ভাতার উদ্ভাবক হিসেবে ডর্‌প কে অভিনন্দন জানান।

মাতৃত্বকালীন ভাতার উদ্ভাবক এএইচএম নোমান এর বক্তব্য:
ডর্‌প এর সেক্রেটারী জেনারেল ও মাতৃত্বকালীন ভাতার উদ্ভাবক এএইচএম নোমান বলেন, বাজেটে মাতৃত্বকালীন ভাতা অন্তর্ভূক্তি প্রমান করেছে সরকার একটি দরিদ্র মূখী বাজেট প্রনয়ন করেছে। বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের জন্য এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি অরো বলেন, দেশের দারিদ্র হ্রাসকরণে জন্য মে মাসে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান একটি নতুন ও প্রথম উদ্যোগ। পাইলট প্রকল্প হিসেবে মাতৃত্বকালীন ভাতার জন্য বাজেটে ১৭ কোটি টাকা বরাদ্ধ যথেষ্ট। সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ভাতার জন্য বরাদ্ব বৃদ্দির পাশাপাশি উপকার ভোগীর সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। সরকারী ভাবে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদানের পক্রিয়াটি আপনি কিভাবে দেখতে চান? এ প্রসঙ্গে এএইচএম নোমান বলেন, মগর্ভবতী মা'চুড়ান্ত হবার পর প্রতি তিন মাস অন্তর-অন্তর ভাতার টাকা প্রদান করা যেতে পারে। সন্তান জন্ম হবার পর জন্ম নিবন্ধন, এদের জন্য ডাটাবেইজ তৈরী, হেল্‌থ (স্বাস্থ্য) কার্ড প্রদান, ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি ও ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় এনে একটি বসত ঘর দিয়ে দিতে পালে একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার পথ সুগম হবে আমি মনে করি।

ভাতার জন্য গর্ভবতী মা বাছাই পদ্ধতি ঃ
- মায়ের বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বা তার উর্দ্ধে হতে হবে এবং প্রথম বার বা দ্বিতীয় বার গর্ভ ধারণ করেছেন এমন মাকে নির্বাচন করা হয়।
- অতি দরিদ্র যাদের মাসিক আয় পাচ শত থেকে পনের শত টাকা এর মধ্যে বা অনিয়মিত আয়।
- যে পরিবারের প্রধান মহিলা।
- যার কেবল বসত বাড়ি রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বাস করেন।
- যার নিজস্ব কোন কৃষি জমি নেই ।
- যার কোন পশুসম্পদ নেই।

উপরের শর্তের কমপক্ষে তিনটি অবশ্যই থাকতে হবে

ভাতা প্রাপ্ত মাকে যা করতে হয় ঃ
- কমপক্ষে ৩টি গর্ভকালীন চেকআপ ও সেবা পাওয়া নিশ্চিত করা।
- টিটেনাস (২ ডোজ টিটি) টীকা গর্ভবতীকে দেওয়া নিশ্চিত করা।
- ৩ বার খাওয়া (একটু বেশী পরিমাণ) এবং কমপক্ষে সপ্তাহে ৩টি ডিম গর্ভবতীকে খাওয়ান নিশ্চিত করা।
- গর্ভকালে কমপক্ষে দিনের বেলা ২-৩ ঘন্টা এবং রাতে ৮ ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ নিশ্চিত করা।
- রাত্রি ৯ টার মধ্যে গর্ভবতীর ঘুমানোর সুযোগ দেয়া।
- বাড়ীতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও প্রস্রাবখানা থাকা যেখানে মেয়েরা নিঃসংকোচে যেতে পারে।
- গর্ভবতী মাকে যথেষ্ট দেশী ফলমূল শাকসব্জি খাওয়ানো ও পানি পান করানো।
- গর্ভবতীর সাথে ভাল ব্যবহার করা।
- কোনরুপ ভারি কাজ না করানো যেমন, ঢেঁকিতে পাড় দেয়া, শস্য মাড়াই কাজে অংশ নেয়া। পানির বালতি, পানির কলস, ভাতের হাড়ি নামানো, বড় কোন অনুষ্ঠানে রান্না করা, লাকড়ি কাটা, অধিক মসল্লা বাটা ইত্যাদি।

- প্রসবের সম্ভাব্য দিন থেকে ১ মাস পূর্বে গর্ভবতী মাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা।
- সন্তান জন্মের পর নিয়ম অনুযায়ী টীকার ব্যবস্থা করা ও মায়ের প্রথম বুকের দুধ (শাল দুধ) সন্তানকে খাওয়ানো।
- মাকে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে প্রসবোত্তর সেবা গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা।
- শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করা।
- সন্তান প্রসবের পর মাকে কমপক্ষে ১ বছর পর্যন্ত পুষ্টিকর খাবার প্রদান অব্যাহত রাখা।
- পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা ।

যেসব মা ভাতাপ্রাপ্ত হলেন :

ডর্‌প'র চালু করা মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রথমবারের মতো পেয়েছেন যৈসব নারী তারা হলেন- চট্রগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সেলি চৌধুরী ও বিউটিদে, পাখি আক্তার, টিপু রানী সুশীল, সারমিন আক্তার, রুজিনা আক্তার, রুজিনা আক্তার, নুরতাজ বেগম, রানু আক্তার, রাশেদা বেগম, সকিনা বেগম, নার্গিস আক্তার, আয়েশা আক্তার, কহিনুর আক্তার, মিল্কি বিশ্বাস। গাজীপরের কালিয়াকৈর উপজেলার, ফিরোজা বেগম, মালতী রানী পাল, মনিকা রানী পাল। নড়াইল এর হেনা বেগম, চামেলী আক্তার (চম্পা)। সিলেটের রুনা বেগম, অলি রাণী ঘোষ। লক্ষীপুরের রামগতি উপজেলার শাহিনুর বেগম, তাজনুর বেগম। গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার মোছাঃ বিলকিস বেগম, শ্রীমতি প্রভা রাণী রায়। বরিশালের শীলা রাণী গাইন, নিপা রাণী বেপারী। টাঙ্গাইলের ভূয়াপুরের মজিরন বেগম, শাহিদা বেগম, ফাতেমা খাতুন, শাহিদা আক্তার, শান্তি বেগম, মর্জিনা-১, এলিজা বেগম, স্বরস্বতী রানী, হাসিনা বেগম ও মর্জিনা-২।

ভাতা প্রদানের সফলতা ঃ

ডর্‌প'র হেল্‌থ ডেস্ক ম্যনেজার ডা: সিলভানা জাহাঙ্গীর জনান, গত বছর ভাতাপ্রাপ্ত পনের জন মায়ের ১৫টি জীবিত সন্তান রয়েছে, যাদের ১৪ জনের প্রথম খাদ্য ছিল মায়ের শালদুধ। ৬ মাসের কম বয়সী এসকল শিশুদের মধ্যে ১০ জনই কেবলমাত্র মায়ের দুধ গ্রহণ করছে যার ফলাফল প্রতিফলিত হচ্ছে তাদের বয়স অনুসারে অর্জিত ওজনে। এদের মধ্যে ৬৬ ভাগ শিশুই বয়স অনুসারে আদর্শ ওজন অর্জন করেছে। অপরদিকে ১৫ জন শিশুই বয়স অনুসারে ইপিআই কোর্স সম্পন্ন করে চলেছে যা তাদের কে ৬টি মারাত্বক রোগ হতে রক্ষা করবে। বর্তমানে ভাতাপ্রাপ্ত ২০ জন মা এবং তাদের ২০টি সন্তানই সুস্থ আছে।

মাতৃত্বকালীন ফান্ড গঠন ঃ

ভাতা প্রদান কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে আগ্রহী ব্যক্তি বর্গের নিকট হতে ফান্ড সংগ্রহ অব্যহত রয়েছে। গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সোনালী ব্যাংক, গ্রীনরোড শাখায় 'ডর্‌প মেটারনিটি ফান্ড' নামে একটি সঞ্চয় হিসাব খোলা হয়। যার হিসাব নং-১০০১৩২১৩৬। ডর্‌প এর সেক্রেটারী জেনারেল এর প্রদেয় দশ হাজার টাকায় এই ফান্ডের যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে টারেন্টো প্রবাসী আহসান ফারুক, ভিয়েতনামী মিস ফানভুডিম হাং এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা এম হাফিজ উদ্দিন খান প্রদত্ত নয় হাজার নয়শত টাকাও ফান্ডে জমা রাখা হয়। এছাড়া ঘরনী'র নির্বাহী প্রধান রওশন আরা রেখা, তার কর্ম এলাকা কালিয়াকৈর এ নিজ উদ্যোগে একজন গর্ভবতীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করে চলেছেন। ২০ জন মাকে ২৪ মাস পর্যন্ত একশত টাকা হারে ভাতা প্রদনে মোট খরচ ৪৮ হাজার টাকা। যদিও এই ফান্ডের আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র তথাপি গরীব মায়েদের স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় ডর্‌প আশাবাদী সমাজের স্বহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ফান্ড গঠনে এগিয়ে আসবেন।

আ হ ম ফয়সল
ইমেইলঃ ahmfoysoul@yahoo.com
০১৯১১ ৩০৭০০৭